



331090 - কাল্পনিক শিক্ষণীয় গল্প লখো

প্রশ্ন

আমার এক বন্ধু একটা কাল্পনিক গল্প লখোর পর আমি আপত্তি করছিলাম। আমার বন্ধু গল্পটির মাধ্যমে পাঠকরে সামনে শিক্ষণীয় বিষয় তুলে ধরতে চয়েছে। কিন্তু আমার আপত্তি ছিল দুটো দিক থেকে: এক. গল্পের কাল্পনিক চরিত্রগুলো কুরআনের আয়াত দিয়ে দলিল দিয়ে। আমি তাকে জানিয়েছি যে, সে তো আলমে নয়। সে তো জানে না যে, এটা কি জায়গে; নাকি নাজায়গে। দুই. সে গল্পটিকে একটা কাল্পনিক স্থান ও সময়ে চিত্রিত করছে; যে স্থান ও সময় মানব জাতির ইতিহাসে অংশ নয়। যনে সে আমাদের জগতের বাইরে অন্য এক জগত তরী করে নিয়েছে। যহেতু তার গল্পে আপনি আরব উপদ্বীপ বলে কিছু পাবনে না এবং এ ধরণের অন্য বিষয়গুলো। একই সময় সে তার গল্পে কুরআন-হাদিসের উদ্ধৃতি ব্যবহার করছে; যাত করে গল্পটা শিক্ষণীয় হয়। তাই কাল্পনিক, অবাস্তব গল্পে কুরআন-হাদিসের উদ্ধৃতি ব্যবহার করার হুকুম কী?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

কাল্পনিক গল্প ও উপন্যাস যদি শিক্ষণীয় হয় এবং কল্যাণ ও ভালোর দিকে আহ্বান করে তাহলে এগুলো রচনা করা জায়গে। এসব গল্পে কুরআন-সুনাহর উদ্ধৃতির প্রয়োগ যদি যথাযথভাবে করা হয় তাহলে এতে কোন আপত্তি প্রতীয়মান হয় না। বস্তুত জবাবটা পড়ুন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক: কাল্পনিক গল্প-উপন্যাস লখোর বধিান

ইতিপূর্বে 174829 নং প্রশ্নোত্তরে কাল্পনিক গল্প-উপন্যাস লখোর হুকুম সম্পর্কে আলমেদের মতামতগুলো আলোচিত হয়েছে এবং শিক্ষামূলক গল্প হলে, কল্যাণ ও ভালোর দিকে আহ্বান করলে এমন গল্প লখো জায়গে হওয়ার অভিমতকে প্রাধান্য দয়ো হয়েছে।

আরও বেশি জানতে 278767 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।



দুই: কাল্পনিক গল্পে আয়াত কিংবা হাদিস ব্যবহার করা

এসব গল্পে কুরআন-সুন্নাহর উদ্ধৃতির প্রয়োগ যদি যথাযথভাবে হয় তাহলে এতে কোন আপত্তি প্রতীয়মান হয় না।

কুরআনের আয়াত ও হাদিসে রাসূল: এর কোন কোনটির প্রমাণ সুস্পষ্ট। এর অর্থ বুঝার জন্য কোন ব্যক্তির অধিক জ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে না। বরং সাধারণতঃ প্রত্যেকে পাঠকই এর অর্থ বুঝতে পারে। যমেন য়ে আয়াতগুলো নামায, যাকাত, হজ্জ, সিয়াম ইত্যাদি ফরয আমলগুলোর নরিদশে দিয়ে এবং য়ে আয়াত ও হাদিসগুলো উত্তম চরিত্রেরে নরিদশে দিয়ে এবং বিপরিীত চরিত্র থেকে নষিধে করে...ইত্যাদি।

তাই কোন লেখকেরে জন্য এমন আয়াত ও হাদিসগুলো দিয়ে দলিল দিতে কোন আপত্তি নই। যহেতে এগুলোর অর্থ সুস্পষ্ট; এতে কোন অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা নই। তবে এমন কিছু আয়াত ও হাদিস আছে যগুলোর অর্থ বুঝার জন্য ব্যক্তির ইল্মেরে প্রয়োজন আছে। সক্ষেত্রে ওয়াজবি হল এর অর্থ অনুসন্ধান করা এবং আলমেদেরকে জিজ্ঞেসে করা। য়ে ব্যক্তি এ ধরণের আয়াত ও হাদিসেরে অর্থ জানে না তার জন্য এগুলো দিয়ে দলিল দয়ো জায়যে হবে না। কনেনা হতে পারে তনি সে আয়াত ও হাদিসগুলো দিয়ে এমন ক্ষত্রে দলিল দবিনে সে দলিলগুলো যা নরিদশে করছে না।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বরণতি আছে য়ে, তনি কুরআনের তাফসরিকে চার প্রকার উল্লেখ করছেন। তনি বলেন: “তাফসরি চার প্রকার: এক প্রকার তাফসরি আরবরা তাদের কথা থেকে জানতে পারে। এক প্রকার তাফসরি না বুঝার ক্ষত্রে কারো কোন ওজর নই। এক প্রকার তাফসরি আলমেরা জাননে। আর এক প্রকার তাফসরি আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না; এমন তাফসরি য়ে ব্যক্তি জানার দাবী করে সে মথিয়ুক।”[ইবনে জারীর তাঁর তাফসরিরে ভূমিকাতে (১/৭০, ৭৩) এ উক্তিটি উল্লেখ করছেন এবং ইবনে কাছরিও তাঁর তাফসরিরে ভূমিকাতে (১/১৪) উল্লেখ করছেন]

জারকাশা তাঁর ‘আল-বুরহান’ নামক গ্রন্থে (২/১৬৪-১৬৭) বলেন: “এই বিভাজনটি সঠিক। ১। য়ে প্রকারটি আরবরা তাদের ভাষার ভিত্তিতে জাননে; সটো ভাষা ও ব্যাকরণগত...। য়ে তাফসরি এই শ্রণীর অধিকৃত সটোর ক্ষত্রে মুফাস্সরিরে তাফসরি করার পদ্ধতি আরবদেরে ভাষায় যা উদ্ধৃত সটোর উপর সীমাবদ্ধ হবে। আরবী ভাষার খুঁটিনাটি ও প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে অজ্ঞে ব্যক্তির পক্ষে কুরআনের কোন কছির তাফসরি করার অধিকার নই। মুফাস্সরিরে আরবী ভাষার সামান্য জ্ঞান থাকা যথেষ্ট নয়। কারণ হতে পারে শব্দটি দ্বিতৈ অর্থবোধক হবে; আর তনি কেবলমাত্র দুটো অর্থেরে মধ্যে একটিমাত্র অর্থ জাননে।

২। য়ে তাফসরি না-জানার ক্ষত্রে কারো কোন ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। তা হছে কুরআনের য়ে অর্থ অবলীলায় অবগত হওয়া যায়; যমেন য়ে আয়াতগুলোতে শরয়িতরে বধিবিধান ও তাওহীদরে নরিদশেনাগুলো অন্তর্ভুক্ত হযছে এবং প্রত্যকে শব্দ একটি মাত্র পরস্কার অর্থ প্রকাশ করছে; অন্য কিছু নয় এবং জানা যায় য়ে, এটাই আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য। এ প্রকারেরে হুকুমে কোন মতভদে নই এবং এর ব্যাখ্যাতে কোন দুর্বোধ্যতা নই। উদাহরণতঃ প্রত্যকে ব্যক্তিই আল্লাহর বাণী: “জনে রাখুন; তনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নই।” থেকে একত্ববাদ ও উপাসনায় য়ে তাঁর কোন অংশীদার নই সেই



অর্থ বুঝে থাকে। প্রত্যকে ব্যক্তি অনবির্ষ্যভাবে জানতে পারে যে, আল্লাহর বাণী “নামায প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত প্রদান কর।” এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতের দাবী হচ্ছে— নামায ও রোযার ফরযিত (আবশ্যিকতা)।

৩। যে তাফসরি আল্লাহ ছাড়া আর কউে জানে না। সউে হচ্ছে যা গায়বী (অদৃশ্যেরে জ্ঞান) শ্রণীর পরযায়ভুক্ত। যমেন যে সকল আয়াতে কয়ামত সংঘটিত হওয়া, বৃষ্টি নামা, গর্ভাশয়ে ক আছে, রূহেরে ব্যাখ্যা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে...।

৪। যে তাফসরি আলমেদরে ইজতহিদ নরিভর। এ শ্রণীর তাফসরিকে সাধারণতঃ ‘তা’বীল’ বলা হয়। তা’বীল (تأويل) এর মানে হল শব্দটিকে এর লক্ষ্যার্থে অর্থান্তরতি করা। আর সউে হচ্ছে— বধি-বিধান উদ্ভাবন, অ-ব্যাখ্যাত ভাবকে ব্যাখ্যাকরণ, সামগ্রিকিতাকে সীমাবদ্ধকরণ। প্রত্যকে এমন শব্দ যা দুই বা ততোধিক অর্থেরে সম্ভাবনা রাখে এমন শব্দরে ক্ষতেরে আলমে ছাড়া অন্য কারণে ইজতহিদ করা নাজায়যে।”[করিচতি পরমির্জনসহ সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।